কোটাবাড়ী ও খ[illegible]

অর্থাৎ

ঘর পত্তন দিবার নিয়ম। মালমসলার, কাটকুটার ও রংয়ের গুণাগুণ ভাগ ও পরিমাণ। লোণা ও গাছ নষ্ট করিবার উপায়। (ইট তৈয়ারী হইতে ইমারতী যাবদীয় আবশ্যকীয় বিষয় সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে)।

ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনীতাপ্রসন্ন রায় এল, সি, ই,
প্রণীত।

কলিকাতা।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট পপুলার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

১৩৪ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিউ ক্যানিং প্রেস
শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩।

মূল্য ৵০ আনা।

কোটা বাড়ী

পাকা-কাজ।

কোটাবাড়ী তৈয়ারি সম্বন্ধে অন্য অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে মাল মসলার গুণাগুণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া রাখি যে সকলেই ভাল জিনিস বাছিয়া লইতে পারেন।

ইট।—প্রধান জিনিস ইট। ইট ভাল হইলে কাজও ভাল হইবে। ভাল ইট মাটী, মাটী প্রস্তুত ও পোড়াইবার উপর নির্ভর করে। মাটী বড় আটাল হইলে ইট শুকাইবার সময় ফাটিয়া যায়; এই জন্য কিছু বালি মিশাল দিতে হয়; আর বেলে মাটীতে ইট নরম হয় ও পোড়ানের দোষে বেশী ঝামা হইয়া যায়। মাটীর তৈয়ারির উপর ইটের ভাল মন্দ নির্ভর করে; পূর্ব্বে মাটী উঠাইয়া রাখিলে রোদ, বৃষ্টি, বাতাসে, মাটী কতক তৈয়ারী হইয়া থাকে। যে দিন ইট তৈয়ারি করিবে, তার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় জল দিয়া মাটী ভিজাইয়া রাখা উচিত, শক্ত ঢিল গুলিতে জল প্রবেশ করিয়া থাকে; ঢিল থাকিলে ইঠ শুকাইবার সময় ফাটিয়া যায়। পাগ মিলে কাদা তৈয়েরি করিলে ত ভালই, নতুবা কাদা বেশ করিয়া ছানিয়া তৈয়ার করিতে হয়। মাটীতে শিকড় থাকিলে ইট বেশ শক্ত হয়। কাঁচা ইট ভাঁটায় (পাঁজা) সাজান উচিত নয় তাহাতে ইট বড় ফাটে। সাধরণতঃ লক্ষ ইট পোড়াইতে ৬০০ ছয়শত মণ রবল কয়লা (Rubble C[illegible] বা ১২০০ বারশতমণ সাধারণ কাটের দরকার হয়। যদি ইট

আটলমাটির হয় তবে আরও ৫০ মণ বেশী এবং বেলেমাটীর হইলে কিছু কম দেওয়া উচিত, আটল মাটীর ইট কম কয়লায় ভাল পুড়ে না; আর বেশী কয়লা দিলে বেলেমাটীর ইট ঝামা হয়। তিন চারি লাক ইটের পাজা হইলে লাককরা ১৫ মণ কাট চুলিতে গালা) ও চুলি ধরাইতে দরকার। আর কমইটের হইলে ১৭।১৮ মণ পড়ে।

ইটপরীক্ষা।—ভাল ইটের রং তামার মত; টোকা দিলে টুং টুং করিয়া বাজে, আর নখের আঁচড় ইটের গায়ে বসে না।

ইটের মাপ—আজ কাল ইট ১০ ইঞ্চি লম্বা ৫ ইঞ্চি চৌড়া ও ৩ ইঞ্চি মোটা হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণে জানে; কিন্তু বাস্তবিক আসল মাপে এর চেয়েও কম থাকে, তবে গাঁথনির সুরকীতে ১০″×৫″×৩″ হইয়া থাকে। ইটের এই মাপ হওয়াতে ইটের অনুরোধে অনর্থক ভিত চওড়া করিতে হয় না। ১২ ইঞ্চি ইট হইলে, যেখানে ১৫ ইঞ্চি চওড়া ভিতের দরকার সেখানে ১৮ ইঞ্চি ভিত করিতে হয়; এক খান ইটের ভিত করা পরামর্শ নহে, মজবুত হয় না। ভাল ইট হইলে শীঘ্র নোনা ধরে না যদি ইটের গায়ে একটু একটু ঝামা বাহির হয় তবে সেই ইটে কখনও নোনা ধরে না। এই ইটই খুবভাল।

সুরকী;—ভাল ইটের সুরকি করা উচিত; সুরকি যত সূক্ষ্ম হয় ততই ভাল, কোন কোন আমা ইটের সুরকীও ভাল হয়।

পরীক্ষা—রীতিমত ভাগে চুন সুরকি মিশাইয়া তাল করিয়া জ[illegible]খিয়া দিলে যে সুরকি যেমন শক্ত হইবে সেই তত ভাল। এইজন্য বলিয়াছি আমাইটের সুরকীও ভাল, যদি আমা-

ইটের সুরকী জলে ফেলিয়া রাখিলে ভাল ইটের সুরকী হইতে ভাল জমাট বাঁধে।

চুণ—ঘুটিং চূণ জলে বেশ জমাট বাঁধে এই জন্য বোনেদের কাজে একভাগ চুণ ও দুইভাগ সুরকী দিলে ভাল হয়। পাথরে চূণ উপরের কাজে দিতে হয়।

সহজ পরীক্ষা—চূণে অল্প জল দিয়া, ভাঁটার মত করিয়া হাতে ধরিলে যে চূণ যত গরম বোধ হইবে সেই চুণ তত ভাল।

বালি:—নদীর করকরে বালি যাহাতে মাটী নাই সেই বালি ভাল। যে নদীর জল নোনা সে নদীর বালি ব্যবহার করা উচিত নয় কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে গঙ্গার বালি ব্যবহার হয়। বালির মসলা বেশ হয়। দুই ভাগ বালিতে এক ভাগ চূণ দিতে হয়। একশত হন্দর ফুট (১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট চৌড়া ১ ফুট উচ্চ) গাঁথনিতে ১০ ইঞ্চি মাপের প্রায় ১২০০ শত ইট; আর চূণ সুরকিতে ৩৬ ফুট লাগে। ইট ছোট বড় থাকে বলিয়া কখন কখন আরও কিছু বেশী পড়ে। কেহ কেহ সুরকি ২, চূণ ১, আবার কেহ কেহ ৩ সুরকি, ১ চূণ এই ভাগে দিয়া থাকেন। সরকারী খাতায় ২ সুরকি ১ চূণ এই ভাগে দিতে হইবে বলিয়া লেখা আছে। ৩ ভাগ সুরকী ১ ভাগ চুণ দিলেও গাঁথনি খারাপ হয় না। যেখানে ঘুটিং চুণ না পাওয়া যায় সেখানে বোনেদের কাজেও পাথরের চুণ ব্যবহার করা হয়। কলিচুণ (ঝিনুকের) কেবল কখন কখন ছাদে ব্যবহার হয় আর চুণকামও পংখীর কাজে দরকার হয়।

জল দিবার পূর্ব্বে সুরকি ও চূণ উপরোক্ত ভাগে কোদালিদ্বার

বেশ করিয়া মিলাইয়া লইতে হয়। তাগাড়ে ফেলিয়া জল দিয় মাথাইতে হয়, এত জল দিতে হয় যেন সুর্কি বেশ তরল হয়; একদিকে জল একদিকে চুণ সুর্কি বা শক্ত শক্ত না হয়। সুর্কী চুণ মিশাইবার উপর ভাল গাঁথনি নির্ভর করে। গাঁথনির পূর্ব্বে ইট বেশ করিয়া ভিজাইয়া লইতে হয় নতুবা সুরকিতে যে জল থাকে ইট তাহা চুষিয়া লয় এবং চূণ সুর্কী জমাট না বাঁধিয়া জল দিয়া মিশাইবার পুর্ব্বে যেমন ধুলার মত ছিল, তেমনি হইয়া থাকে। ইট বেশ ভিজে থাকিলে সুরকি আস্তে ২ শুকাইয়া বেশ শক্ত হয়; তথন তাহাতে সাবল মারিলে ভাঙ্গা যায় না।

কাট :—কাট পরীক্ষা ;—যে কাট ভারি ও যে কাটের রং ঘোর ও একদিকে হাতুড়ির ঘা দিলে অন্য দিকে ঠাঁই ঠাঁই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং যে কাটে গাঁইট না থাকে সেই কাট ভাল। ৭ হাত প্রশস্ত একতালা ঘরে ৫ × ৭ ইঞ্চি মাপের বীমদিলেই চলে। আজ কাল ভাল সাল কাট পাওয়া যায় না সেই জন্য সেগুণেরও যেমন বীম দিতে হয় সালেরও তেমনি বীম দেওয়া দরকার। দোতালা ঘরের নীচের ঘরে ৮ × ৬ ইঞ্চির বীম দেওয় দরকার দোতলায় ৫ × ৭ ইঞ্চির বীম দিলেই যথেষ্ট হইবে। এই রকম ঘরে ৫ × ৭ বা ৮ × ৬ ইঞ্চি মাপের মোটা বীম ৩ ফুট হাত অন্তর২ দিতে পারা যায়। আজ কাল ৩ × ২ ইঞ্চি মোটা বরগা দেওয়া হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বের মাপের ঘরের পক্ষে এই মাপের বরগা বেশ চলে। বড় বড় হলে ৯ × ৭ ইঞ্চিমোটা বীম সচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বীম দুই দিকে ভিতের উপরে এক ফুট সোওয়া ফুট আন্দাজ বাঁধন দেওয়া থাকিলেই

যথেষ্ট হইল। চুণের সঙ্গে কাট বড় টেঁকে না বলিয়া বীমের যেঁ অংশ ভিতের উপরে থাকে এই টুকুতে আলকাতরা মাথাইয়া দেওয়া উচিত।

লোহার বীম ;—আজ কাল অনেকে লোহার বীম, পুরাতন রেল ব্যবহার করেন এবং কাঠের বরগা দিয়া থাকেন ; কাটের সঙ্গে লোহার এমনি সম্বন্ধ যে লোহার সঙ্গে কাঠ থাকিলে অতি শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যায়। লোহার বীম দিলে লোহার বরগা দেওয়া উচিত ; বা বীমে বীমে খিলান করিয়া দিলে বরগা ও টালির খরচা বাঁচিয়া যায়। লোহার বীম ও বরগা কাটের বীম বরগা হইতে ফাঁক ফাঁক করিয়া বসাইতে পারা যায়। পুরাতন রেল ৭ হাত প্রস্থ ঘরে তিন তিন হাত অন্তর বসাইতে পার যায় এবং ২॥ × ৩ ইঞ্চি মাপের টী আইরণ (T Iron) দেড় দেড়া ফুট অন্তর দিয়া দেড় ফুটে টালি দিয়া ছাইয়া দিলেই হইল।

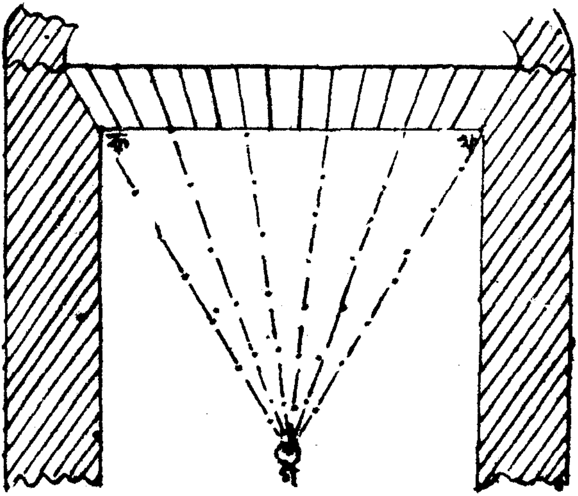
বোনেদ ;—(Foundation)—সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, বোনেদ যদি এমন করিয়া তৈয়ার করা যায় যে কোটা না বসিতে পারে তাহা হইলে বাড়ী আর ফাটিবে না, কিন্তু যার ভার আছে সে জিনিস বসিবে না এও কি সম্ভব ? যখন এক খানি পাথর ফেলিয়া রাখিলে ক্রমেক্রমে সে খানি বসিতে থাকে তখন তার অপেক্ষা ভারী কোটাবসিবে না এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে ; তবে এই করিতে হয় যাহাতে কোটা সকল দিকে সমান ভাবে বসিতে পারে ; একদিকে অধিক আর একদিকে অল্প বসিলেই কোটা ফাটিবে। নূতন দেওয়াল পত্তন দিবার সময় যদি কোন পুরান দেওয়াল এড়ো এড়ি ভাবে দেওয়ালের

করিতে হইবে। তার পর কনক্রীট (খোয়া সুরকী ও চুণ) ৯ অঙ্গুল আন্দাজ পুরু করিয়া দুরমুস করিতে হয়; দুরমুস করিবার সময় অল্প অল্প জল ছিটাইতে হয়; দুরমুস যখন খোয়া হইতে লাফাইয়া উঠে তখন দুরমুস ঠিক হইয়াছে জানিতে হইবে। ছোট খাট কোটা বাড়ীর জন্য খোয়া দিবার বিশেষ কোন দরকার নাই। বোনেদ্ হইতে ক্রমে কাটান দিয়া দেওয়াল মাটীর উপর পর্য্যন্ত গাঁথিয়া তুলিতে হয়। তারপর পোঁতা (Plinth) পর্য্যন্ত সমান চোড়া থাকে।

দেওয়াল যেমন মাটী ছাড়িয়া উপরে উঠিতে থাকে মেজে ও বোনেদের ফাঁকে অমনি মাটী দিয়া পুরিয়া যাইতেহয়; মাটীতে কোন আবর্জ্জনা না থাকে; আবর্জ্জনা পচিয়া গেলে বসিতে থাকে ও মেজে বসিয়া যায়। পোঁতার উপরের তিন খানি ইট শুদ্ধ বিলাতী মাটী দিয়াগাথিলে দেওয়াল বড় সেঁতসেঁতে (Damp) হয় না। গাঁথিবার সময় খড়া বা বাঁধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যোড়ের উপরে যোড়া পড়িলে কাজ তত শক্ত হয় না। ঠিক্ করিয়া যোড় মিলাইয়া শুদ্ধ ইট সাজাইয়া গেলেও দেওয়াল এড়ো দিতে ধাক্কা না পাইলে পড়ে না।

দেওয়ালের প্রস্থ;—যে দেওয়াল যত উচ্চ হয়, তাহার প্রস্থও তত বেশী করিতে হয়; ইহার একটী ত্রিকোণ মিতি মূলক নিয়ম আছে; লেখা অনাবশ্যক। তবে সাধারণত যেমন উচু ঘর হয় তেমনি ঘরে তেতালায় দেড় খানা ইটের অর্থাৎ ১৫ ইঞ্চি; দোতালায় ২ খানা বা ২০ ইঞ্চি, একতালায় আড়াই খানা বা ২৫ ইঞ্চি ভিত দেওয়া যায়। ইট ১০ × ৫ইঞ্চি মাপের হয় বলিয়া এক

চামচিকা খিলানের চিত্র



একদিকে আড়াই ইঞ্চি করিয়া কাটান দেওয়া যায়, এই হিসাবে পোঁতায় ভিত ৩ খানা বা আড়াই ফুট প্রস্থ হইয়া থাকে। এই সাধারণ নিয়ম। একতালা ঘরে ২ খানা বা ২০ ইঞ্চির ভিত দিলেই যথেষ্ট হইল।

খিলান—বড় বড় খিলান কালবুত (centering) করিয়া করা উচিত। দরজা জানালায় চামচিকা খিলান (Flatarch) করা হয়। এই খিলানের মাজখানে দেড় ইঞ্চি আন্দাজ ঘোর করিয়া দেওয়াহইয়া থাকে। এই খিলানে ইট বসাইবার নিয়ম চিত্র দেখ ক খ দরজা বা জানালার প্রস্থ; এই ক, খর সমান করিয়া ক গ ও খ গ দুই গাছ দড়ি দ্বারা গ বিন্দু স্থির কর; এই গ বিন্দু হইতে দড়ি ধরিয়া দুই ধার হইতে ইট বসাইয়া যাও মাঝের ইট খানি পরে বসাইতে হয়। চামচিকে খিলান খুব মজবুত নয় এইজন্য এই খিলানকে রক্ষা করিবার জন্য উপরে গোল খিলান (releiving arch) প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। যদি উপরে স্থান না থাকে তবে সম্পুর্ণ গোল খিলান না করিলেও চলে; যতটা উচ্চ হইতে পারে ততটা অংশ করিলে হইতে পারে। গোল খিলানে কেন্দ্র বা মধ্য বিন্দু হইতে দড়ি ধরিয়া উভয় দিক হইতে ইট বসাইয়া যাইতে হয়, মাঝের বা উপরের ইট খানি (Key Stone) পরে বসাইতে হয়। চামচিকা খিলানের উপরকার গোল খিলান দুই খানি এড়ো ইটের অর্থাৎ ১০ ইঞ্চি মোটা করিলেই যথেষ্ট হইল। যেখানে চামচিকা খিলান না করিয়া কেবল গোল খিলান করিতে হয় সেখানে ৪ ফুট প্রস্থ ফুকার পর্য্যন্ত ৩ খানি ইটের খিলান অর্থাৎ ১৫ ইঞ্চি মোটা, ১০ ফুট পর্য্যন্ত ৪ খানি ইট বা ২০ ইঞ্চি

মোটা করিলেই হয়। তারপর প্রতি ১০ ফুটে একখানি বা পাঁচ পাঁচ ইঞ্চি করিয়া, মোটা করিয়া যাইতে হয় বড় খিলান করিতে হইলে কালবুত দিয়া ঠিক করিয়া করা উচিত আর খিলান তৈয়ারী শেষ হইলে গাঁথনি কাঁচা থাকিতে থাকিতে কালবুত (centre) একটুকু নিচু করিয়া দিতে হয়। ২খানি বা ততোধিক ইটের খিলান করিতে হইলে এক এক সার পৃথক পৃথক করিয়া গাঁথিলেও হয় বা সকল কয়েক খানি ইটে বাঁধন দিয়া এক সঙ্গে গাঁথিলেও হয়। প্রথম প্রকারের গাঁথনি সহজ বলিয়া সচরাচর ঐরূপ গাঁথনিই প্রচলিত।

জানালা দরজা—পরস্পর মুখোমুখি দেওয়ালের জানালা দরজা ঋজু ঋজু ভাবে বসাইলে ভাল হয়; ঘরে হাওয়া ভাল খেলিতে পারে। দরজা জানালা যত প্রস্থ হইবে উচ্চ তাহার দ্বিগুণ করা উচিত। ৬ ফুটের কম উচ্চ করিলে দরজা মাথায় বাধে। যদি দরজার বাহির দিকে ঝিলিমিলি ও ভিতরে গ্লাস পাল্লা বসান দরকার, হয় তবে চৌকাট ৫ × ৩ ইঞ্চির কম মোটা করা যায় না। অন্যান্য চৌকাট কাঠের আয় অনুসারে মোটা বা সরু করা যায় তবে ৩ × ৪ ইঞ্চি মাপের কম করিলে বড় হালকা হয়। গাঁথনি করিতে করিতে জানালা দরজায় চৌকাট বসান উচিত নয়। ঘর ঠিক সমান হইয়া না বসিলে, চৌকাট ঠিক চৌকস থাকে না। এইজন্য দরজা জানালার ফুকার রাখিয়া খিলান হইয়া গেলে দরজা জানলা বসান ভাল।

কোটার উচ্চতা—যাহার যেমন ক্ষমতা ও ইচ্ছা তেমনি উচ্চ করিতে পারেন; তবে খাটঘর বড় গরম হয় এইজন্য

বিমের উপর পর্য্যন্ত ১৩ ফুটের কম উচ্চ করা বিধেয় নহে ; নিচের ঘর যদি বাসের জন্য না হয় তবে খাট করাই ভাল তাহাতে খরচ কম পড়ে.

ছাদ—ছাদে (ডবল) দুই পরদা টালি দিতে হয় ; নিচের পরদার জোড়ের উপরে উপরের পরদার জোড় না পড়ে। উপরের পরদা সুরকী দিয়া গাঁথিতে হয়। টালি সচরাচর ১ ফুট লম্বা ও চওড়া এবং ১ ইঞ্চি মোটা হয়। ১ ফুট টালি কত লাগিবে সহজেই জানা যায়। ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ স্থানের জন্য ২১০ খানার হিসাবে ধরা উচিত। ভাঙ্গা চুরা ও অন্যান্য কারণে১০ খান করিয়া বেশী ধরা উচিত।

ছাদের খোয়া ১ কি ১৷ ইঞ্চি হইতে মোটা হওয়া উচিত নয়। ছাদে ৬ ইঞ্চি পরিমাণে পুরু করিয়া খোওয়া বিছাইয়া প্রতি ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ এই পরিমাণ স্থানে ৫ মণ আন্দাজ চুণ সমান করিয়া খোওয়ার উপরে বিছাইয়া দেও। কোদাল দ্বারা খোওয়া ও চুণ বেশ করিয়া মিশাইয়া আস্তে আস্তে জল ছিটাইয়া খোওয়া ভিজাও ; আর কোদালি দ্বারা মিশাইতে থাক, তার পর কর্ণিক দিয়া খোওয়াতে রীতিমত ঢাল দিয়া সমান করিয়া দেও, যেদিকে নর্দ্দামা করা হইবে সেইদিকে প্রতি ১০০ ফুটে ৬ ইঞ্চি আন্দাজ নিচু করিয়া, পিটিতে সুরু কর। পিটিবার সময় প্রথম প্রথম দুই মণ আন্দাজ চুণ (১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে) জলে মিশাইয়া ছিটাইতে হয় ; মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইতে হয় এত জল দেওয়া দরকার যেন টালির ফাঁক দিয়া টপ্ টপ করিয়া ফোটা ফোটা জল পড়িতে থাকে। সকল স্থান যেন

সমান ভাবে পেটা হয়; পিটিতে পিটিতে এধার হইতে ওধার ওধার হইতে আসিতে হয়, তাহলেই সমানভাবে পেটা হইল। পিটিতে পিটিতে যখন পিটনীর মুখ ছাদ হইতে ফিরিতে থাকে এবং টং টং শব্দ হইতে থাকে, ছাদ বেশ পেটা হইয়াছে জানা গেল। তখন সিকি ইঞ্চি পুরু এক পরদা সুরকী ও ১ মণ চুণ ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে মিশাইয়া পিটিতে হয় এবং অল্প অল্প জল ছিটাইতে হয়, তারপর যখন সুরকী বেশ পেটা হইয়াছে, তখন ১ মণ চুণের জল ছিটাইয়া উশো মারিতে হয় এবং কর্ণিক দ্বারা মাজিয়া ঠিক করিতে হয়। ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে আন্দাজ ৪০ ফুট খোয়া ২০ ফুট চুণ ও ১৫ ফুট সুরকীর প্রয়োজন। ছাদ মাজা হইলে, বিচলি কি খড় দিয়া ঢাকিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত জল ছিটাইতে হয়; খড় যেন সর্ব্বদাই ভিজে থাকে। না ঢাকিলে বা ভিজে না রাখিলে, ছাদ ফাটিয়া যায়।

আলিসার সঙ্গে ছাতের জোড়াই বাহিরে থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া জল বসিতে থাকে, এই জন্য ছাদের খোওয়া আলিসার ভিতরে ৩ ইঞ্চি আন্দাজ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত। ছাদে বিলাতী মাটী দেওয়া পরামর্শ নহে, বিলাতী মাটী রোদে বড় ফাটে। খোওয়াতে চুণ জল ছিটাইবার সময় সেই সঙ্গে খয়ের জল বা কষ জল ছিটাইলে ভাল হয় কিন্তু সাধারণত খরচের অনুরোধে সকলে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না।

মেজে;—মেজেও ঠিক ছাদের মত করিয়া করিতে হয় তবে মেজেতে টালির স্থানে এক পরদা ইট বা ঝামা বিছাইয়া

খোওয়া দিতে হয়। আর মেজে যাহাতে স্যাঁতসেঁতে হইতে না পারে, সেই জন্য ইটের নীচে বালি এক পরদা আধ হাত পুরু করিয়া দিলে ভাল হয়। আর মেজের মাটী বেশ করিয়া দুরমুস করিয়া মেজের কাজ সুরু করিতে হয়। মেজেতে এক পরদা বিলাতি মাটী দিলে বেশ শক্ত হয় ও পরিষ্কার দেখায়, ১ ভাগ মাটী ও ৩ ভাগ বালি মিশাইয়া অল্প পিটিয়া কাঁচা কাঁচা উশো মারিয়া দিতে হয়। আগুনের তাপ লাগিলে শুদ্ধ বিলাতি মাটীর মেজে চটিয়া যায় বলিয়া বালি মিশান উচিত। নরদামা ও মুরীর মুখে, ও যেখানে সর্ব্বদা জল পড়ে সেই খানে বিলাতী মাটী দিলে বেশ থাকে। যে ঘরে বেশী চপট (ধকল) পড়ে সেই ঘরে এক পরদা ইট বিছাইয়া একখানি আদলা ইট খাদরি করিয়া গাঁথিলে এবং যোড়ের মুখে বিলাতী মাটী দ্বারা আঁজি দিলে মেজে বেশ শক্ত হয়। ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে প্রায় ৯০০ ইট, ৮ মণ সুরকী ও ৪ মণ চুণ দরকার হয়। আর আঁজি দিবার জন্য ১ মণ বালিতে ১৩ সের আন্দাজ বিলাতী মাটী দিতে হয়। বিলাতী মাটীর তৈয়ারি মসলা শীঘ্র শীঘ্র শক্ত হইয়া যায় বলিয়া, যখনই মিশান হয় তখনই ব্যবহার করা উচিত।

পলেস্তা ;—পলেস্তা করিবার পূর্ব্বে যোড়ের মুখ কর্ণিক দ্বারা একটু একটু খুঁড়িয়া ফেলিতে হয়, এবং ভিত কর্ণিক দ্বারা আঁচড়াইয়া লইতে হয়, তারপর জল দিয়া ভিজাইয়া বালি বা সুরকীর পলেস্তা কর্ণিক দ্বারা ধরাইয়া জলের ছিটে দিয়া বালির কাজে উশো মারিয়া দিতে হয়। সুরকীর কাজ পিটিয়া উশো মারিতে

হয়। প্রতি ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ স্থানের জন্য দুই মণ বালি বা সুরকী ও ১ মণ চুণ মিশাইয়া পলেস্ত্রা তৈয়ার করিতে হয়। বাহির দিকে পলেস্ত্রার জন্য অল্প পরিমাণ বিলাতী মাটী মিশাইয়া দিলে পলেস্ত্রা বড় শক্ত হয় এবং লোণা ধরে না। আলিসার ও কার্ণিসের পলেস্ত্রাতে বিলাতী মাটী দিলে তার উপর আর গাছ জন্মিতে পারে না, এই জন্য ছাদের নর্দ্দামার মুখে (যেখানে গাছ বেশী জন্মে) বিলাতী মাটীর পলেস্ত্রা করা ভাল। গাছ কাটিয়া ২।৪ ফোঁটা কারবলিক এসিড দিলে আর গজায় না।

চুণ-কাম বা পোঁচড়া দেওয়া,—৮ সের পাথরের চুণের সঙ্গে ৪ সের কলি (ঝিনুকের চুণ) মিশাইয়া পোঁচড়া দিতে হয়। এই পরিমাণ চুণে প্রায় ১০০ বর্গ ফুট স্থানে পোঁচড়া দেওয়া যাইতে পারে।

আঁজি,—কেহ কেহ শুদ্ধ আঁজি দিয়া রাখেন। বিলাতী মাটীর আঁজির কথা মেজের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, আর যদি শুদ্ধ সুরকী চুণের আঁজি হয়, তবে সেই পরিমাণস্থানে ২০ সের সুরকী ও ১২ সের চুণ দরকার হয়। পলেস্ত্রা ও আঁজির সুরকী খুব সরু চাই। পলেস্ত্রার সময় যেমন যোড়ের মুখ খুঁড়িয়া লইতে হয়, আঁজির সময়ও ঠিক সেই রকম করিতে হয়। আঁজির উপর কখন কখন দড়ি ধরিয়া দাগ কাটিয়া দেওয়া হয়। পুলের কাজে সর্ব্বদাই এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

লোণা,—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, জমী হইতে ৩।৪ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত ভিতে সর্ব্বদাই লোণা ধরে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে

বিলাতী মাটীর পলেস্ত্রা দিলে লোণা ধরে না, অথবা মেঝা হইতে ৩।৪ হাত উচ্চ পর্য্যন্ত আল্‌কাতরা মাখাইয়া দিলেও লোণা ধরে না, ১০ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রস্থ স্থানে আলকাতরা মাখাইতে আন্দাজ ৫ সের আলকাতরার দরকার হয়।

গোবরের উপকারিতা ;—গোরুর গোবরও উপকারী, টাট্‌কা গোবর কারবলিক আসিডের মত দুর্গন্ধ নিবারক ও স্বাস্থ্য প্রদ, এইজন্য টাট্‌কা গোবরে ঘর নিকানর ব্যবস্থা আছে। বেশী আটাল মাটীতে গোবর মিশাইলে রোদে সে মাটী আর ফাটে না, সেই জন্য অনেক কাজে মাটীর সঙ্গে গোবর মিশান হইয়া থাকে। ছাদ ফাটিলে গরীব লোকে গোবরের সঙ্গে আটাল মাটী মিশাইয়া ফাটা সারে তাহা হইলে ঘরে আর জল পড়ে না। আবার গোবরের পোঁচড়া দিলে লোণা ধরে না, দেওয়ালে লোণাধরিলে তেঁতুলের জলে ধুইয়া গোবরের পোঁচড়া দিলে লোণা ধ্বংশ হয়।

ছাদের ফাটা মেরামত ;—ছাদ ফাটিলে, কতকটা খুঁড়িয়া মেরামত করা ভুল; পুরাতন ও নূতন কাজের যোড়ের মুখ আবার ফাটিবে ও জল পড়িবে।* এই জন্য তিসির তেল আগুণে চড়াইয়া রজন ধুনা তাহাতে দিলেই গলিয়া যাইবে তখন ঝামার গুঁড়া মিশাইয়া ফাটা স্থানে ঢালিয়া দিবে ;ফাটা পরিস্কার করিবার দরকার নাই ; ঐ মসলা কর্ণিক দিয়া ছাদের সঙ্গে সমান করিয়া মাজিয়া দিবে। আর যদি এমন দেখা যায় যে দেওয়াল ও ছাদ

* ২ সের তিসির তৈল, ২ সের রজন ও ১ সের ঝামার গুড়া।

বরাবর একস্থানে ফাটিয়াছে তাহা হইলে ফাটার উপরে একখানি ইট গাঁথিয়া জল নিবারণ করিবে ও দেখিবে ফাটা ক্রমে বাড়িতেছে কিনা? তারপর যখন আর না বাড়িবে তখন ছাঁদ ও দেওয়াল সারিলেই হইবে।

পুরাতন ঘরের সঙ্গে ঘর করিতে হইলে,—পুরাতন ঘরের সঙ্গে খড়া বাহির করিয়া গাঁথিতে নাই; কেননা নূতন বাড়ী পুরাতন বাড়ী হইতে বেশী বসিবে ও সমস্ত খড়া ফাটিয়া যাইবে। দেওয়াল মুখোমুখী করিয়া গাঁথিয়া পলেস্তরা করিয়া দিলেই হইল।

ঘরের এষ্টিমেট।

১০০ ঘন ফুট দেওয়াল,—১২০০ ইট; চুণ সুরকী ১৩ মণ হইতে ১৫ মণ।—১০০ বর্গ ফুট পলেস্তরা—২ মণ সুরকী বা বালি ও ১ মণ চুণ। ১০০ বর্গ ফুট চুণকাম বা পোঁচড়া—৮ সের পাথরের চুণ, ৪ সের কলি বা ঝিনুকের চুণ। ১০০ বর্গ ফুট আঁজি,—২৩ সের সুরকী ও ১২ সের চুণ। ১০০ বর্গ ফুট ছাদ—২২৫ খানি টালি ৫০ ফুট খোওয়া ১ মণ সুরকী, ৯ মণ চুণ। ১০০ বর্গ ফুট মেজে—৪০০ ইট এবং ছাদে যেমন খোওয়া ও চুণ সুরকী।

বীম বরগা, জানালা, দরজায় রং না দিলে রোদে ফাটিয়া যায় ও বৃষ্টি হিমে দাগ ধরে ও পচিয়া যায় এইজন্য রং করিয়া দেওয়া উচিত, রংয়ের অভাবে পাড়াগাঁয়ের লোকে আল্ কাতরা মাখাইয়া দেন, আল্ কাতরা মাখাইলে দেখিতে খারাপ হয় আর কখন রং করিতে হইলে আলকাতরার উপর রং ধরে না, ক্রমে আলকাতরার রং ফুটিয়া উঠে। যে সকল রং সচরাচর ব্যবহৃত

হয় তাহার কথাই বলিব ; রং লাগাইবার পূর্ব্বে জল ছিটাইয়া নারিকেলের ছোবড়া দিয়া ঘসিয়া কাট বেশ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তার পর শুকাইলে একবার বা দুইবার আস্তর লাগাইতে হইবে। আস্তরের উপর যে রং ইচ্ছা সেই রং দেওয়া যায়। রংয়ের ব্রাস দিয়া বা নেকড়া দিয়া লাগাইতে হয়। সকল রংয়ের সঙ্গেই কিছু তারপিন মিশাইলে রং শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

আস্তর.—(Priming) ১০ ফুট দীর্ঘ ১০ ফুটপ্রস্থ স্থানে তিন পোওয়া তিসির তেল, আদ পোওয়া সফেদা আর ফুলখড়ি তিন পোওয়া আন্দাজ বেশ করিয়া মিলাইয়া, ব্রাস বা নেকড়া দিয়া মাথাইয়া দিতে হয়।

সবুজ রং (Green painting)—ঐ পরিমাণ স্থানে তিন পোওয়া তিসির তেল, আদ সের সফেদা আর এক পোয়া গ্রিণ রং।

লাল রং (Chocolet painting)—ঐ পরিমাণ স্থানে তিন পোওয়া তিসির তেল, তিন পোওয়া লাল রং (Redlead).

সাদা রং (Buff Painting) আদ সের, দশ ছটাক তিসির তেল, এক সের সফেদা, এক ছটাক এলা মাটী (Yellow ochre).

সকল রং এক পোঁচড়ার উপযুক্ত দেওয়া গেল। দুই পোঁচড়া বা ৩ পোঁচড়া দিলে ২ বা ৩ গুণ লাগিবে।

বড় বড় লোকে দরজা, জানালায় রং না দিয়া বাক্স, আলমারির মত পালিস করিয়া দেন। পালিস করিতে হইলে প্রথমতঃ শিরিশ কাগজ কাটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, শিরিশ কাগজ যত ঘসিবে পালিস তত চকচক করিবে।

শিরিশ কাগজ করিয়া যদি কাটে কোন ছিদ্র বা ফাটা থাকে তাহা হইলে মোমের সঙ্গে এলামাটী মিশাইয়া পুটিং করিয়া দিতে হয় তারপর একবার তেল মাথাইয়া শুকাইলে,পালিস দিতে হয়। যত বেশীবার পালিস লাগাইবে কাজ তত চক্‌চক্ করিবে এমন কি পালিসে মুখ দেখা যাইবে। তুলা বেশ করিয়া পিঁজিয়া মোটা কাপড়ে পুঁটলির মত করিতে হয় এবং পালিসে ডুবাইয়া অল্প অল্প করিয়া কাঠে পোঁচড়া দিতে হয়। এক স্থানে বেশী আর এক স্থানে কম পড়িলে দাগ পড়িয়া যায়।

পালিস ;—এক বোতল রেক্‌টীফাইড স্পিরিট (Rectified spirit), এক পোওয়া আন্দাজ গালা (Shellac) আর একটু খুন খারাব, (Dragon's blood) মিশাইয়া বোতল রোদে রাখিলে গালা ও খুনখারাবী গলিয়া যায়। তখন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আমরা দুই তিন রকম রংয়ের কথা বলিলাম, ইহাঁর পর যাঁহার যে রকম রং করিতে ইচ্ছা সেইরকম রং প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। কাল রং দেখিতে খারাপ, এবং প্রায়ই ব্যবহার হয় না বলিয়া লিখিলাম না, সাদা রং করিতে হইলে, তিসির তেলে সফেদা মিলাইলেই হইল।

কোন কোন কাঠের রং এমন যে আর রং করিবার দরকার হয় না, বার্ণিস করিলেই চলে। কাঁঠাল কাঠের বেশ রং, উহাতে বার্ণিস করিলেই বৃষ্টি ও হিমে নষ্ট হইবার আশঙ্কা কমিয়া যায়

বার্ণিস;—আধবোতল তার্পিন তেলে আদসের অন্দাজ মোম বেশ করিয়া মিলাইলেই বার্ণিস তৈয়ারি হইল। পালিসের

মত করিয়া কাঠে মাখাইয়া দিতে হয়। তবে এই বার্ণসের দোষ এই, সর্ব্বদা রোদ লাগিলে মোম গলিয়া যায়।

পুটিন;—কাঁটের সঙ্গে গ্লাস আঁটিতে হইলে পুটিন দিয়া আঁটিতে হয়। পাকা তিসির তেলে (Boiled Linseed oil) চাখড়ি গুঁড়াইয়া মিশাইয়া রোদে রাখিতে হয়। এত খড়ি মিশাইতে হয় যেন শক্ত শক্ত হয়, তার পর কাটে বা লোহার পাতের উপর হাতুড়ি দ্বারা মাড়িলেই বেশ শক্ত আটার মত হয়, তখন ব্যবহার করা যায় একবার শুকাইয়া গেলে কাটের মত শক্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে রং য়ের সঙ্গে যত তেলের কথা বলা হইয়াছে সব তিসির পাকা তেল (Boiled Linseed Oil)। তিসির তেল আগুণের তাপে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিলেই পাকা তেল হইল।

কাঁচাকাজ।

কোটা, চূণ সুরকীর মসলায় না গাঁথিয়া কাদা দিয়া গাঁথিলেই কাঁচা কাজ বলে। গাঁথনির কাদা বেশ পরিস্কার হওয়া চাই, নদীর চরের পলি কাদার মত কাদা হইলে ভাল হয়। কাঁচাকাজে খড়া ও যোড়েরদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। যোড় যত মুখোমুখি হয় ততই ভাল। পাকা কাজেও জোড় এক যব (সিকি ইঞ্চি) চেয়ে মোটা করা বিধেয় নহে। বৃষ্টির জলে কাদা ধুইয়া যায় এই জন্য যোড় বেশ চাপা হইলে জল প্রবেশ করিতে পায় না। পলেস্ত্রা না করা পাকা কাজ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাঁচা কাজ পলেস্ত্রা না করিলে বৃষ্টিতে কাদা ধুইয়া যায়, এবং অনেক

সমস্ত প্রাচীর পড়িয়া যায়। কাদা দিয়া গাঁথিলেই কাজ খারাপ হয় না। অনেকে দেখিয়াছেন, সেকেলে চণ্ডীমণ্ডপ, শিব মন্দির ইত্যাদি পাতলা পাতলা ইটে ও কাদায় গাঁথনি, কিন্তু বাহিরে ও ভিতরে বেশ করিয়া পলস্ত্রা করা, দুই পরদা পলস্ত্রা পিটিয়া দেওয়া। দুইশত বৎসরের পলস্ত্রা আজিও কুড়ুল মারিলে ভাঙ্গে না। তবে কাদা দিয়া গাঁথিলে পলস্ত্রা করিতেই হইবে। পাকা কাজে যেমন পলস্ত্রা করার কথা বলা গিয়াছে এ কাজেও তেমনি করিয়া পলেস্ত্রা করিতে হইবে। সুরকীর পলস্ত্রা বেশ করিয়া পিটিয়া দিতে হইবে। সকল গাঁথনি কাঁচা হয় না, খিলান ছাদ ও মেজে, পাকা করিতে হয়। কাঁচা কাজে অন্ততঃ বীমের নিচে একখানি করিয়া তক্তা বা সরদল (Wall-plate) দেওয়া উচিত। সরদল না দিলে হয়ত সকল বীমগুলি সমান থাকে না, কোনটা বা উঁচু থাকে কোনটা নিচু হইয়া যায়।

খড়ের ঘর।

ঘরের খাড়াই ও চালের প্রস্থর মাপ।

খড়ের ঘর,—যদি ঘরের মেজে ৮ হাত হয় তবে খাড়াই ৩ হাত এবং মটকা হইতে খুঁটার মাথা পর্য্যন্ত ৫ হাত হইবে। আর ছাঁচ যেমন ইচ্ছা দিতে পারা যায়। তবে এক হাতের কম দিলে চালের জল দেওয়ালে পড়ে।

ঘরের মেজে যত প্রস্থ হইবে তাহার অর্দ্ধেককে চারি ভাগ করিয়া পাঁচ ভাগ লইয়া এক হাত যোগ করিলেই "রুয়ার" মাপ পাওয়া যায়।

দোচালা ও চারিচালা ঘরের দোষ গুণ।

ঘর দোচালা ও চারিচালা এই দুই রকমের হয়। চারিচালা ঘর দেখিতে ভাল ; দোচালায় রুয়াগুলি সমান না হইলে চলে না, কিন্তু চারিচালা ঘরে ছোট বড় সকল রকমের বাঁশ, খাঁথারি ব্যবহৃত হয় ; তবে দোচালায় একটী মট্‌কা, আর চারিচালায় ৫টী যোড়। যোড় শীঘ্র খারাপ হয় এবং প্রতি বৎসরই প্রায় মেরামত করিতে হয়।

ঘর যত বড় হয় 'রুয়াও' তত বড় বড় হয় এবং তেমনি মোটা দিতে হয় নতুবা চাল নোল হইয়া পড়িবে। যাহাতে নোল না হয় সেই জন্য চালের মাঝামাঝি পাড় দিয়া 'আড়ায়'' "তির" লাগাইয়া দেয়, আবার কখন কখন মট্‌কায় পাড় দিয়া তির লাগাইলে আরও মজবুত হয় ; ছোট ঘরে মটকায় একটী পাড় দিয়া তির লাগাইলেই চলে।

পাড়েম ;—মেজের দীর্ঘ প্রস্থ মাপের সমান করিয়া দড়িতে গেরো দিয়া,চারি কোণে চারিটী খুঁটী পুতিয়া দিতে হয়। এখন কোণাকোণি এড়ো মাপ দুইটী সমান করিয়া খুঁটী সরাইয়া সরাইয়া পুতিয়া দেও। আর যিনি জানেন তিনি এই কর্ণ রেখা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া লইতে পারেন।

কর্ণ^২=দীর্ঘ^২+প্রস্থ^২...(১) কর্ণ বা কোণাকোণি এড়ো মাপ জানিলে সহজেই পাড়েমের দড়ি চৌকস করিয়া বসাইতে পারিবে। নতুবা পূর্ব্বের মত করিয়া বারংবার চেষ্টার পর দড়ি চৌকস করতে পারা যাইবে।

ঘর ছাইবার পূর্ব্বে এক পরদা চাটাই বিছাইলে ঘরের ভিতর

দিকে দেখিতে পরিষ্কার হয় এবং খড় ঝুলিয়া থাকে না, অসাবধানে প্রদীপ লইলে হঠাৎ আগুণ লাগিবার ভয় কম, ঘর এত উঁচু করা উচিত যেন দাওয়ায় দাঁড়াইলে মাথা চালে না ঠেকে। ঘরে বাঁক দিলে চালের জল বেশ গড়ায় এবং ঘর দেখিতেও সুন্দর হয়। প্রতি দশ হাতে আদ হাত বাঁক বা টান দিলেই যথেষ্ট হইল।

মেজে ও পোঁতা।—যে অঞ্চল যত স্যাঁতসেঁতে সে অঞ্চলে পোঁতা তত উচ্চ করিতে হয়। পোঁতা রীতিমত উচ্চ না করিলে বর্ষাকালে মেজে সর্ব্বদাই ভিজে থাকে। যদি মেজেতে আধ হাত পরিমাণ এক পরদা বালি দিয়া তারপর মেজের মাটী আধ হাত দেওয়া যায় তবে বর্ষাকালে মেজে তত স্যাঁতসেঁতে হয় না, এবং উই ইঁদুরের উপদ্রব থাকে না, ইঁদুর বালির ভিতর দিয়া গর্ত্ত করিতে পারে না, বালি ঝুপ ঝুপ করিয়া সরিয়া পড়ে। কোন কোন অঞ্চলে মাটী এত স্যাঁতসেঁতে যে লোকে মাচা করিয়া ঘরে বাস করে।

বেড়া;—ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রকমের বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে।

দেওয়াল;—দেওয়াল দিলে খুঁটী দিতে হয় না, কিন্তু সকল দেশের মাটী দেওয়ালের উপযুক্ত নয় বলিয়া ঝাঁপের বা অন্য রকমের বেড়া দেওয়া হয় তবে দেওয়াল দিলে চালে উই ধরে। চালের যে অংশ দেওয়ালের উপর পড়ে সেই টুকুও তাহার উভয় পার্শ্বে কতকটা আলকাতরা মাখাইয়া দিলে শীঘ্র উই ধরিতে পারে না। দেওয়াল দিতে হইলেও কোনের

কাটিতে হয়, কিন্তু যেখানে দেওয়ালের চারিদিকে পোতা থাকে, বৃষ্টির জল দেওয়ালের নিচে প্রবেশ করিতে পারে না; সেখানে যোনেদ করিবার দরকার নাই। পরদায় পরদায় দেওয়াল দিতে হয়, এক পরদা না শুকাইলে আর উপরে গাঁথা উচিত নয়, কাঁচার উপরে ভার পড়িলে নিচের নরমমাটী উপরের ভারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মাটী বড় আটাল হইলে দেওয়াল ফাটে, এইজন্য আটাল মাটীতে কিছু গোবর ও খড়ের কুচো মিশাইয়া খুব ছানিতে হয়, যেন মাটীতে একটীও ঢিল না থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে মাটী তুলিয়া রাখিলে ভাল হয় এবং পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় মাটীতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে শক্ত শক্ত ঢিলগুলিতে জল প্রবেশ করিয়া থাকে। পরদিন উলট পালট করত বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া লইতে হয়। দেওয়াল যত উঠিতে থাকে ততই কম চওড়া করিতে হয় নতুবা মাথা ভারি হইলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এত মোটা করিতে হইবে, যেন মাথায় মোটমাট তিন পোয়া হস্ত পরিমাণ চওড়া থাকে। যেমন মাটী তেমনি পরিমাণে ঢাল দেওয়া উচিত। মাটী আটাল হইলে কম ঢাল দিতে পারা যায়।

দেওয়ালের পরিবর্ত্তে অনেক স্থানে কোঞ্চি বা সরু সরু কাট দিয়া বেড়া দিয়া দুই দিকে দেওয়ালের মত মাটী তৈয়ারি করিয়া নিকাইয়া দিয়া থাকে। এই বেড়ার অসুবিধা এই যে, খুঁটী বদলাইতে বা বেড়ার বাঁধন দিতে হইলে মাটী খসিয়া পড়ে ও মেরামত করা আবশ্যক হইয়া উঠে

খোলার ঘর;—মেজে যদি ১০ হাত হয় তবে খাড়াই ৩

হাত করা উচিত। তাহা হইলে মেজে যত হয় তাহার অৰ্দ্ধেককে ২৫ ভাগ করিয়া তার ২৯ ভাগ লইলে যত হয় তার সঙ্গে এক হাত যোগ করিলেই রুয়ার মাপ পাওয়া যায়। খোলার চালে এই ঢাল দিলেই জল বেশ গড়ায়।

খোলার দোষ ;—খোলার ঘর বেশী গরম হয়, এই জন্য খড়ের চালে খোলা দিয়া ছাইলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে অথচ খড় শীঘ্র পচিতে পারে না। কিন্তু খড় এক সময়ে সকল স্থানে পচে না। যেখানে যেখানে পচে সেখানে সেখানে খাল হইয়া পড়ে কাজেই সেই স্থানে খোলা বসিয়া যায় এবং জল বসিতে থাকে। চালের খড় ক্রমে ক্রমে বেশী পচিতে থাকে। খড়ের উপর খোলার ছাউনির এই দোষ। খোলার চালে কাক কি চীল জোরে বসিলেই খোলা সরিয়া যায় এবং ঘরে রোদ যায় ও বৃষ্টি পড়ে, আর একখানি খোলা সারিতে চালে উঠিলে মানুষের ভারে দশ খান ভাঙ্গিয়া যায়। তবে খড় পাইনা বলিয়া খোলা ব্যবহার করি। অনেকে মনে করেন টিনের বা করগেটেট লোহার ... করিলে হয়, কিন্তু চৈত্র মাসের রোদের সময় ঘরে বাস অতি কঠিন, আর বৃষ্টির সময় কাণ পাতা ভার; চট্‌পট্‌ শব্দে কাণ বধির হইয়া যায়। যদি রোদ বৃষ্টির যন্ত্রনাই ভোগ করিতে হইল তবে ঘরে কাজ কি? গুদম ঘর হইতে পারে, আগুণের ভয় কম হয়।

সমাপ্ত।